গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(সমন্বয় শাখা-১)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

নং-পাচবিম(সম-১)-০৯/৯৯(অংশ-১)- ৩১৫ তারিখঃ ২৭ আগস্ট ২০০৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণপূর্বক পুনবার্সনের ব্যবস্হা গ্রহণের জন্য সরকার নিম্নরুপভাবে টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করলেনঃ

১।	জনাব যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, এম. পি.	চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায়)
২।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৩।	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি	সদস্য
৪।	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি	সদস্য
৫।	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি	সদস্য
৬।	২৪ পদাতিক ডিভিশনের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৭।	পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৮।	প্রত্যাগত শরণার্থীদের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৯।	জনাব এস.এম.শফি, পিতা-মৃত হাজী আবদুল হক, মাস্টারপাড়া, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।	সদস্য
১০।	বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম	সদস্য-সচিব

২। টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি নিম্নরুপ হবেঃ

১। <u>প্রত্যাগত শরণার্থী পুনর্বাসন</u> ঃ

(ক) বাংলাদেশী উপজাতীয় শরণার্থীদের প্রদেয় ২০(বিশ) দফা প্যাকেজ সুযোগসুবিধা যথাযথভাবে দ্রুত বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা ও সহায়তা করার লক্ষ্যে সময়ে সময়ে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করার পাশাপাশি স্হানীয় কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণ করার জন্য সরকারের তরফ হতে পরামর্শ ও নির্দেশ প্রদান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণ;

(খ) পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সকল সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগ ও কর্তৃপক্ষের কর্মতৎপরতার সমন্বয় রক্ষার্থে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;

(গ) প্রত্যাগত শরণার্থীদের যেসব স্হানে (নিজের বসত বাটিসহ) পুনর্বাসিত করা হয়েছে সরেজমিনে সেবস স্হান পরিদর্শন এবং স্হানীয়ভাবে উদ্ভুত সমস্যাদির (যদি থাকে) সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য স্হানীয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ এবং

(ঘ) শরণার্থী প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনবোধে এ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

২। **অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন** ঃ

(ক) তিন পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ এবং পুনবার্সনের জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ এবং সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

(খ) অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি বিভাগ ও কর্তৃপক্ষের কর্মতৎপরতার সমন্বয় সাধন এবং পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;

(গ) অভ্যন্তরীন উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত সমস্যাদি স্হানীয়ভাবে সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণ এবং প্রয়োজনবোধে এ বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান।

৩। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম টাস্কফোর্সকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন।

৪। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এদের অধীনস্থ সকল অধিদপ্তর/সংস্হাসমূহ টাস্কফোর্সের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান করবে এবং টাস্কফোর্সের পরামর্শ, সিদ্ধান্ত প্রতিপালনের জন্য যথাযথ ব্যবস্হা গ্রহণ করবে।

৫। টাস্কফোর্সের কর্মপরিধি হবে পার্বত্য তিনটি জেলা এবং এর কার্যালয় হবে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদর।

৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় টাস্কফোর্সকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা প্রদানসহ এ সংক্রান্ত ব্যয় বহন করবে।

৭। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২৯-১০-২০০৩ তারিখের পাচবিম(সম-১)-০৯/৯৯/১০৬৯ নম্বর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী গঠিত টাস্কফোর্স অত্র প্রজ্ঞাপন প্রকাশের সংগে সংগে বিলুপ্ত বলে গণ্য হবে।

৮। পুনর্গঠিত টাস্কফোর্স অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

স্বাক্ষরিত/-

(নাসরীন আরা সুরাত আমিন)
উপসচিব
ফোন-৭১৬৯৭৪৭

নং-পাচবিম(সম-১)-০৯/৯৯(অংশ-১)- ৩১৫/১(৪০) তারিখঃ ২৭ আগস্ট ২০০৯

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সচিব..
৪। প্রিন্সিপ্যাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
৫। জি ও সি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম।
৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রাইফেলস, পিলখানা, ঢাকা।
৭। পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা।
৮। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম।
৯। জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
১০। চীফ হুইপের একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
১১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২। চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি।
১৩। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, টাস্কফোর্স, রাঙ্গামাটি।
১৪। চেয়োরম্যানের একান্ত সচিব, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান।
১৫। সচিবের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টঢগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৬। সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাঙ্গামাটি।
১৭। সভাপতি, প্রত্যাগত শরণার্থী, খাগড়াছড়ি।
১৮। জনাব এস.এম.শফি, পিতা-মৃতঃ হাজী আবদুল হক, মাস্টারপাড়া, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

(এস.এম. সামছুল হক)
সিনিয়র সহকারী সচিব